শহরতলীর ডাউন লোকাল ট্রেনটা এইমাত্র দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল। ছটফটে গাড়িটা তিরিশ সেকেণ্ডও দাঁড়াল না, ঝপ করে ক'টি যাত্রী নামিয়ে ক'জনকে কুড়িয়ে আবার ছুট লাগাল। তারপর ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পেরিয়ে সবুজ রঙের একটা ফুটকি হয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

দু ঘন্টা আগে সকাল হয়েছে। এখন আটটা সাড়ে আটটার মতো বাজে।

এধারে অর্থাৎ এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওভারব্রিজের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল অমিত। সে কলকাতায় যাবে। শহরতলীর ডাউন লোকালটা যেদিকে গেল তার ট্রেন সেদিক থেকেই আসছে। লেট- টেট না করলে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে।

অমিতের বয়স আটাশ-উনত্রিশ। নাক-মুখ কাটা কাটা, সরু কোমর, জোড়া ভুরুর নিচে শান্ত অমুজ্জ্বল চোখ। গায়ের রং কালোও না ফর্সাও না, ছুয়ের মাঝামাঝি বেশ চওড়া কপাল অমিতের ; ঘন চুল পেছন দিকে উল্টে দেওয়া ক'বছর ধরে তাব ওপর দিয়ে অনেক কিছু বয়ে যাচ্ছে— যেমন হতাশা, ফাসট্রেস, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি ইত্যাদি। আকর্ষণীয়। এসব সত্ত্বেও এখনও সে আকর্ষণীয়।

অমিতের পরনে আপাতত 'মড' ছোকরাদের মতো টেরিকটের বেলবটস এবং বুশ শার্ট, তার ওপর দামী উলের পুলওভার ; পায়ে নক্‌শা-করা চপ্পল। বেলবটস চপ্পল বা পুলওভার কোনটাই কিন্তু তার নিজস্ব না। মেজো ভাই বাসু আর ছোট ভাই সাম্বুর কাছ থেকে একবেলার জন্য ওগুলো চেয়ে নিয়েছে। নিজের বলতে খেলো কাপড়ের আধ-পুরনো দুটো ফুল প্যান্ট আর দুটো শার্ট ছাড়া কিছুই নেই অমিতের। বিশেষ কোন দরকারে বেরুতে হলে কিম্বা কারো সঙ্গে জরুরি এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে পোশাক-টোশাকের জন্য ছোট দুই ভাইয়ের কাছে তাকে হাত পাততে হয়।

ওভারব্রিজের তলায় দাড়িয়ে একবার ওধারের প্ল্যাটফর্মটার দিকে তাকাল অমিত। ডাউন ট্রেনটা থেকে যারা নেমেছিল ধীরেসুস্থে তারা চলে যাচ্ছে; প্ল্যাটফর্মটা ক্রমশ: ফাঁকা হয়ে আসছে। হঠাৎ ওদের মধ্যে নীলাকে হ্যাঁ নীলাই তো দেখতে পেল অমিত, সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল যেন। তারপরেই জামার তলায় অদৃশ্য পোকা হাঁটার মতো অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল সে।

অমিত জানে প্রায় রোজই সন্ধ্যের কোন একটা ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে যায় নীলা। ফেরে লাস্ট ট্রেনে, রাত বারোটা একটায়। কখনও কখনও ফিরতে পরের দিন সকাল হয়ে যায়। যেমন আজ হয়েছে। সপ্তাহে কম করে দু-তিন দিন নীলায় সঙ্গে এই স্টেশনেই দেখা হয় অমিতের। অবশ্য মাঝে-মধ্যে দশ-বারো দিনের জন্য কোথায় যেন উধাও হয় মেয়েটা, তখন দেখাটা আর হয়ে ওঠে না। তবে যখনই দেখা হয়, অমিত অনুভব করে সেই অদৃশ্য পোকাটা তার শরীরের ভেতর কোথাও হাঁটছে।

অমিত যে ওভারব্রিজটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেটা রেল- লাইনের ওপর দিয়ে ছনম্বর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে নেমেছে। সে দেখতে লাগল, ও-পাশের সিঁড়ি ভেঙে নীলা ব্রিজে উঠছে। খানিকটা উঠে নীলা থামল, হয়তো উঁচু উঁচু সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। একটু জিরিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টেনে আবার উঠতে লাগল।

দু মিনিটও লাগল না, ওভারব্রিজ পেরিয়ে ও-ধারের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অমিতের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল নিলা। তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, গায়ের রঙ মাজা মাজা,ঘাড় পর্যন্ত ছাটা তেলহীন রুক্ষ বাদামী চুল এখন এলোমেলো হয়ে আছে। 'সরু তুলিতে টানা ভুরু নীলার, তার নিচে চোখ দুটো এই মুহূর্তে ঢুলুঢুলু এবং আরক্ত, চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ। দেখেই বোঝা যায় এসব অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণের ফল। ঈষৎ ভারী ধরনের ঠোঁট নীলার। সেই ঠোঁটে এবং গালে কাল হয়তো রঙ করেছিল, লিপস্টিক আর এনামেল আজ ফিকে হয়ে গেছে।

নাক-মুখ-থুতনি-গলা আলাদা আলাদা করে দেখলে কোন বিশেষত্ব নেই। তবু সব মিলিয়ে এখনও মেয়েটার চেহারায় এমনি একটা জাদু আছে যা ভালো লাগে।

তিন-চার বছর আগেও নীলার দিকে তাকালে চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যেত। তার সারা গায়ে পিলসুজের নরম আলোর মতো কি এক আভা যেন মাখানো ছিল। সেই চেহারা আর নেই। কন্ঠা আর গালের হাড় গজালের মাথার মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। যৌবনের টাটুকা সতেজ লাবণ্য অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে এ কবছরে। তার বদলে নীলার মুখে এখন এক ধরনের কর্কশ রুক্ষতা, তার কথা বলা বা তাকানোর ভঙ্গি খুবই উগ্র। চেহারায় সব সময় যেন যুদ্ধ করার ভাব।

এই মুহূর্তে নীলার গায়ে হলুদ জমির ওপর ছোট ছোট ময়ূর ছাপ দেওয়া প্রিন্টেড শাড়ি আর দামী গরম কোট, পায়ে কারুকাজ করা স্লিপার। গলায় দশ-বারো টাকা দামের দার্জিলিং পাথরের সস্তা হার, বাঁ হাতে ছেলেদের মতো চৌকো ঘড়ি, ডান হাতে
ফ্যাশনেবল ব্যাগ।

অনেক দিন বাদে, দু-তিন বছর তো হবেই, এত কাছ থেকে নীলাকে দেখল অমিত। ওর চুল থেকে শাড়ি-টাড়ি থেকে পারফিউমের হাল্কা গন্ধ উঠে আসছে।

অমিত তাকিয়েই ছিল। তার সেই অস্বস্তিটা বাড়ছেই। সেই সঙ্গে এক ধরনের সংকোচ আর ভয়ও ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাচ্ছিল।

কাছাকাছি এসে নীলাও তার দিকে তাকিয়েছে। এখন নীলার! চোখে সেই ঘুমন্ত ঢুলুঢুলু ভাবটা নেই, দৃষ্টি স্থির এবং পলকহীন।

অমিত জানে কলকাতা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এই রানীবাজার শহরের প্রতিটি মানুষের দিকেই নীলা উগ্রভাবে তাকায়। একমাত্র সে ছাড়া। নীলা যখন তাকে দ্যাখে তার চোখে কেমন এক ধরনের বিষণ্ণতা মাখানো থাকে।

আজও সেই বিষণ্ণ ছায়াটা লক্ষ কবল অমিত। তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। আবার মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাও সম্ভব হচ্ছিল না। একটা ফাঁদে আটকে গেছে সে। সে কিন্তু

অন্য দিনও অমিতকে দেখলে দাঁড়িয়ে যায় নীলা। তাৰপৰ যখন দ্যাখে অমিত একটা কথাও বলছে না, সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের মতো মুখ করে আছে, আস্তে আস্তে চলে যায়। অমিতের ভেতবে যে প্রতিক্রিয়াই চলতে থাকুক বাইরে অন্তত বোঝা যায় না নীলাকে সে চেনে বা কখনও তাকে দেখছে।

আজ কিন্তু নীলা চলে গেল না। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, 'কেমন আছেন ? তার কন্ঠস্বর কোমল শোনাল, তবে তার সঙ্গে একটু খসখসে ভাব মেশানো, হয়তো রাত জাগার জন্য।

কতদিন বাদে নীলা তার সঙ্গে কথা বলল ? এক বছর দু বছর, না আরো বেশি ? দ্রুত একবার ভাবতে চেষ্টা করল অমিত, মনে পড়ল না। নীলার প্রশ্নের উত্তরটা এক কথায় দেওয়া যায়, অমিত দিল না। অপরিষ্কার গলায় শুধু বলল, 'এই চলে যাচ্ছে।'

ছুটির দিন স্টেশনে ? কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?' আগ্রহশূন্যের মতো এবার জিজ্ঞেস করল নীলা।

আজ রবিবার স্টেশনে লোকজন তেমন ছিল না। একটু চুপ করে থেকে অমিত বলল, 'হ্যাঁ, কলকাতায়।
কাজ আছে ?
'হ্যাঁ।

নীলা এবার বলল, 'চাকরি-টাকরি তো এখনও হয়নি—' 'না, হল আর কই—' নিরাসক্তভাবেই বলতে চাইল অমিত, শুধু তার কন্ঠস্বরে হতাশা গোপন থাকল না । বলেই কিন্তু সে একটু চমকে উঠল। তার যে এখনও চাকরি হয়নি, নীলা জানল কি করে ? সে কি তার খবর রাখে ?

নীলা বলল, 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে আজকাল যান ?' অমিতের মনে পড়ে গেল, তিন-চার বছর আগে নীলা আর সে পনের-কুড়ি দিন পর পর একবার করে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যেত । তারপর হঠাৎ একদিন যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছিল নীলা । আবছাভাবে সে বলল, 'যাই মাঝে মাঝে । একটু ভেবে নীলা বলল, 'গাঙ্গুলি এখনও ওখানে আছে ?'

গাঙ্গুলি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের একজন ছোটখাটো অফিসার । বয়স, যোগ্যতা এবং কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদি বিবেচনা করে বিভিন্ন অফিসে চাকরিপ্রার্থীদের নাম পাঠায় সে। অমিত আর নীলা ওদের নাম পাঠাবার জন্য কতদিন গাঙ্গুলিকে ধরেছে, 'আপনি আমার বাবা, বাঁচান' এটুকু বলা ছাড়া যত রকম ভাবে সম্ভব তোষামোদ করেছে। হাতজোড় কবে মন্দির-টন্দিরে মানুষ যেভাবে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, সেভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

অমিত বলল, 'আছে।'

খুবই সাধারণ কথাবার্তা। তবু নার্ভাস হয়ে পড়ছিল অমিত। নীলা তাকে লক্ষ করতে করতে কী বুঝল সে-ই জানে। সামনের দিকে অল্প ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, 'ভয় করছে?”

অমিত চমকে উঠল। মেয়েটা তার মানসিক অবস্থা ধরে 'ফেলেছে নাকি ? টেলিপ্যাথি ? ঢোক গিলে তাড়াতাড়ি অমিত বলল, 'না-না, ভয় করবে কেন ?

‘তবে কি ঘেন্না ?’